প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন, ২০১১ (খসড়া)

এর

সংশোধনী, পরিমার্জন ও চূড়ান্তকরণে প্রস্তাবিত সুপারিশমালা

০৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২

প্রস্তাবণায়:

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

ওয়াই.এম.সি.এ ভবন, ১/১ পাইওনিয়ার রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৩৪ ৯১২৫; ৮৩১৭১৮৫

www.blast.org.bd , mail@blast.org.bd

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে নতুন আইন প্রণয়নের পটভূমি

জাতিসংঘের সাধারণ সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ক সনদ (ইউএনসিআরপিডি) অনুমোদন করা হয় ২০০৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বরে, যা পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ৩রা মে হতে কার্যকরী হয়। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এই সনদে স্বাক্ষর করে ২০০7 সালের ৩০শে নভেম্বর। যার ফলশ্রুতিতে ২০১১ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউএনসিআরপিডি -এর আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন, ২০১১ (খসড়া)" তৈরী করেছেন। এই আইন সংসদে অনুমোদনের পূর্বে সারা দেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষায় যারা কাজ করছেন এবং প্রতিবন্ধী বিষয়ক আইনী কার্যক্রমের সাথে জড়িত সে সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে খসড়া আইনের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জনে পরামর্শ / সুপারিশ আহবান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের এমন উদ্দ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

সরকারের আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন, ২০১১ (খসড়া)" আইনের সংশোধন ও পরিমার্জনে সুপারিশ শীর্ষক একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে ব্লাস্ট। যেখানে অংশগ্রহণ করেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক, বিভিন্ন আইনজীবী ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের অধিকার আদায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও খসড়া আইনের উপর ২২ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনার[১] সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন, ২০১১ (খসড়া)" এর উপর ব্লাস্ট একটি সুপারিশমালা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে ব্লাস্টের কার্যক্রম:

ব্লাস্ট একটি আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। দেশের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রকার মামলা পরিচালনা করে থাকে ব্লাস্ট, যার মধ্যে জনস্বার্থে মামলা উল্লেখযোগ্য। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ে দীর্ঘদিন ধরে ব্লাস্ট দেশের নিম্ন ও উচ্চ আদালতে আইনী সহায়তা প্রদান করে আসছে। বর্তমানেও দেশের বিভিন্ন জেলা দায়রা জজ আদালত ও সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে বেশ কিছু মামলা পরিচালনা করছে। এছাড়াও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী আইনের চর্চা সুসংবদ্ধ করার লক্ষ্যে আইনজীবীদের নির্দেশিকা প্রদান সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনী অধিকার রক্ষার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ব্লাস্ট। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ন্যায়নীতি ভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে যথাক্রমে টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্টগ্রাম ও রাঙ্গামাটি জেলায় এডভোকেসি সভা পরিচালনা

---

[১] গোল টেবিল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন- ডঃ নাঈম আহমেদ, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট; এডঃ খোন্দকার শাহ্‌রিয়ার শাকির, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং প্যানেল ল'ইয়ার, বণ্ডাস্ট; এডঃ কাজী জাহেদ ইকবাল, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, প্যানেল ল'ইয়ার, বণ্ডাস্ট; এডঃ মোঃস্বপন চৌকিদার, এডভোকেট, ঢাকা জজ কোর্ট; এডঃ আইনুন নাহার লিপি, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং প্যানেল ল'ইয়ার, বণ্ডাস্ট;; আরাফাত হোসেন খান, ব্যারিস্টার, এ্যাসোসিয়েট, ডঃ কামাল হোসেন এ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস; মোশাররফ হোসেন, কান্ট্রি ডিরেক্টর, এডিডি; সারা হোসেন,ব্যারিস্টার, অনারারী ডিরেক্টর,ব্লাস্ট;এস.এম. রেজাউল করিম, লিগ্যাল এডভাইজার, বণ্ডাস্ট; শিহাব আহমেদ সিরাজী, স্টাফ ল' ইয়ার, বণ্ডাস্ট; সুস্মিতা কর্মকার, স্টাফ ল' ইয়ার, বণ্ডাস্ট; ঋত মাহ্‌ফুজা, গবেষক, বণ্ডাস্ট।

করে ব্লাস্ট। প্রতিবন্ধী ব্যাক্তির অধিকার আদায়ে কাজ করেন এমন আইনজীবী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে ৩ দিনব্যাপী (২২-২৪ জুলাই' ২০১১) একটি ”প্রতিবন্ধী অধিকার আইন” নামে প্রশিক্ষন কর্মশালা পরিচালনা করেছে ব্লাস্ট। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মূলত বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রচলিত আইন “প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১” এবং এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক আইন “ইউএনসিআরপিডি” -এর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ, প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতা ও গঠনমূলক পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়। ২০10 সালের অক্টোবর মাসে প্রতিবন্ধী অধিকার বিষয়ক একটি খসড়া আইনের উপর বিলিয়া অডিটরিয়ামে আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল ব্লাস্ট। সেখানে বিভিন্ন আইনজীবী এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেন এবং উক্ত খসড়া আইনটির সমালোচনা করেন। আরো উল্লেখ্য যে, হার্ভার্ড ল'স্কুল প্রজেক্ট অন ডিজ্যাবিলিটি'র সহযোগিতায় “প্রতিবন্ধীদের অধিকার বিষয়ক আইনের চর্চা প্রতিষ্ঠা” (Establishing Disability Rights Law Practice in Bangladesh) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনী অধিকার রক্ষার্থে কাজ করছে ব্লাস্ট।

৩. খসড়া আইনের মূল লক্ষনীয় বিষয়সমূহঃ

খসড়া আইনটির পর্যালোচনা করার সময় আইনটির অনেকগুলো প্রসংশনীয় দিক যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি কিছু কিছু দূর্বলতাও চিহ্নিত হয়।

ক) প্রসংশনীয় বিধানসমূহ-

১. “প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন” শিরোনাম পরিবর্তন করে “প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার আইন” নামকরণ মূলত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারের প্রতি বর্তমান সরকারের সচেতনতারই বর্হিপ্রকাশ।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বেসরকারী সংস্থাগুলোর দায় অর্ন্তভুক্তির বিষয়টি সত্যিই প্রশংসনীয় ও ভালো উদ্দ্যোগ।

৩. তফসিল “অ” যথেষ্ট সুস্পষ্ট, যা সহজে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চিহ্নিতকরণে যথার্থ ভূমিকা রাখবে।

৪. বিরোধ নিস্পত্তিতে মীমাংসার সুযোগের বিধান রাখা হয়েছে যা ভালো উদ্দ্যোগ।

খ) যে বিষয়গুলি পরিবর্তন হওয়া জরুরী-

১.প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের বিরচদ্ধে বৈষম্যকে ফৌজদারী আইনের আওতায় আনা একটি বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

২.এখানে উল্লেখ্য যে, ফৌজদারী বিধানের আওতায় বৈষম্যের বিষয়গুলি স্বাক্ষ্য দ্বারা প্রমানের ক্ষেত্রে মাপকাঠির দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করা একটি দূরহ ব্যাপার হয়ে দাড়াবে। অন্যথায়, দেওয়ানী আইনের ক্ষেত্রে তা অনেকটাই সহজতর। ফৌজদারী আইনের দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যারা ক্ষতিগ্রস্থ বা

বৈষম্যের শিকার তাদের বিরচদ্ধে বৈষম্যের ক্ষেত্রে কাউকে শাস্তি প্রদানের চাইতে দেওয়ানী আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা অধিকতর কার্যকর।

৩. এছাড়া এই নতুন খসড়া আইনটিতে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে অনেকগুলি নতুন কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ও বাস্তবতার নিরীক্ষে এটা প্রতীয়মান হয় যে,নতুন কমিটি গঠনের চেয়েও বেশি গুরচত্বপূর্ন বিষয়হলো- বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষার জন্য যে ধরনের সরকারী অবকাঠামো(বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতসমূহ, মানবাধিকার কমিশন এবং সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রম) রয়েছে তাকে আরও বেশি শক্তিশালী, জোরদার ও কার্যকর করা।

৪. সুপারিশমালা ও প্রস্তাবনাঃ

আন্তর্জাতিক আইন (ইউএনসিআরপিডি) এর সাথে সমন্বয় সাধন করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপকে সফল ও স্বার্থক করতে ব্লাস্ট খসড়া আইনের উপর সুপারিশমালা প্রেরণের প্রয়োজনবোধ করে। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইনী অধিকার আদায় করতে গিয়ে বিভিন্ন সময় আইনের যে সীমাবদ্ধতার শিকার হতে হয় তা দূরীকরণের তাগিদ থেকে এই সুপারিশমালা প্রেরণের প্রয়োজনবোধ করে ব্লাস্ট।

ব্লাস্টের প্রদত্ত সুপারিশসমূহকে দুইভাগে ভাগ করে নিম্নে উপস্থাপন করা হলঃ

ক) সাধারণ সুপারিশ

খ) সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

৪. ক) সাধারণ সুপারিশ

নং	মন্তব্য	সুপারিশ
১	কোন কোন ক্ষেত্রে এ আইনটি পূর্বের আইনটির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। “প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১” লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই আইনে বেশ কিছু কমিটির উপস্থিতি দেখা যায়, বাস্তবে কমিটিগুলো কোন কাজই করতে সক্ষম হয়নি। খসড়া আইনেও প্রচুর কমিটি গঠিত হয়েছে কিন্তু কমিটির প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় নি। খসড়া আইনে কমিটির সংখ্যা হ্রাস না করে উপরন্তু আরো বাড়ানো হয়েছে	• প্রতিটি কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো সুস্পষ্ট করা প্রয়োজন • “দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতায় জবাবদিহিতার ব্যবস্থা আইনে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন • শুধুমাত্র শহর কমিটি, জেলা কমিটি ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির উপস্থিতি থাকাই যথেষ্ট

	যা প্রকৃত অর্থে বাস্তব সম্মত হয়নি। অনেক বেশি কমিটি রাখার ফল, নানা দ্বিধা-দন্দ্ব সৃষ্টি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ায় ভূমিকা রাখতে পারে।	
২	আলোচ্য খসড়া আইনে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিশন" গঠনের কথা বলা হয়েছে। যে কমিশনের কাজ শুধু নির্দেশনা প্রদান করা কিন্তু নির্দেশনা বাস্তবায়নের কোন ক্ষমতা কমিশনকে দেয়া হয় নি। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি পৃথক কমিশন গঠন সরকারের জন্য শুধু নতুন করে অর্থনৈতিক চাপই বাড়াবে।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আওতাতেই আছে এবং সেখানেই থাকা উচিৎ।
৩	সমসাময়িক কালের আরো কিছু প্রস্তাবিত আইনের বিভিন্ন বিধান লক্ষ্য কারা যেতে পারে যেমন: **পাসপোর্ট বিষয়ক প্রস্তাবিত খসড়া আইনের ২১ ধারা:** "শিশুদের কল্যাণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক দায়িত্ব।- (১) এই আইনের অধীন কার্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ পালন করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষসহ যেকোনো ব্যক্তি শিশুদের সর্বোত্তম স্বার্থ বা কল্যাণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে সজাগ থাকিবে, এবং এই আইনের অধীন প্রাপ্ত সেবাসমূহ প্রদানের সময় তাহাদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে।"	একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে: "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক দায়িত্ব।- (১) এই আইনে এবং অন্যান্য আইনের অধীন কার্যাবলী ও দায়িত্বসমূহ পালন করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষসহ যেকোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বোত্তম স্বার্থ বা কল্যাণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে সজাগ থাকিবে, এবং এই আইন ও অন্যান্য আইনের অধীন প্রাপ্ত সেবাসমূহ প্রদানের সময় তাহাদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে।"
৪	মানব পাচার প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১১ এর ২৬ ধারা: "**দোভাষী নিয়োগ।-** এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের যেকোনো পর্যায়ে পাচারের শিকার ব্যক্তি বা অন্য কোন সাক্ষী অনুবাদক বা দোভাষী বা প্রয়োজনে ইশারা ভাষার দোভাষী নিয়োগের অনুরোধ করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল সেইমর্মে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"	একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে: "**দোভাষী নিয়োগ।-** এই আইনে বা অন্যান্য আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের যেকোনো পর্যায়ে বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা অন্য কোন সাক্ষী অনুবাদক বা দোভাষী বা প্রয়োজনে ইশারা ভাষার দোভাষী নিয়োগের অনুরোধ করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল সেইমর্মে উপযুক্ত আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।"
৫	মানব পাচার প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১১ এর ৩৮ ধারা: "**শিশু ভিকটিম এবং শিশু সাক্ষীর অধিকার রক্ষা।-** (১) ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান বিষয়ক এই আইনের বিধানসমূহের সামগ্রীকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, মানব পাচার অপরাধের শিকার শিশু এবং শিশু সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার সময় ট্রাইব্যুনালসহ যে কোন ব্যক্তি শিশুর সর্বোত্তম কল্যাণ এবং অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে সন্নিবেশিত নীতিসহ আপাততঃ বলবৎ এতদবিষয়ক যে কোন আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবে।"	একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে: "**প্রতিবন্ধী ভিকটিম এবং প্রতিবন্ধী সাক্ষীর অধিকার রক্ষা।-** (১) ভিকটিম এবং সাক্ষীর সুরক্ষা বিধান বিষয়ক এই আইনের বিধানসমূহের সামগ্রীকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী সাক্ষী লইয়া কাজ করিবার সময় ট্রাইব্যুনালসহ যে কোন ব্যক্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সর্বোত্তম কল্যাণ এবং অগ্রাধিকারের নীতি প্রয়োগ করিবে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলে সন্নিবেশিত নীতিসহ আপাততঃ বলবৎ এতদবিষয়ক যে কোন আইনের বিধানসমূহ অনুসরণ করিবে।"

৬	তফসিল "আ" তে বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় সমন্বয় কমিটি অনুরোধ, নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে এই মর্মে খসড়া আইনে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রদত্ত অনুরোধ, নির্দেশনা বা নির্দেশ না মানা হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা খসড়া আইনে উল্লেখ করা হয়নি, যা মূলত তফসিল "আ" বাস্তবায়ন ও ভোগের নিশ্চয়তা প্রদানে ব্যর্থ ।	তফসিল "আ" বাস্তবায়ন বা তফসিল "আ" তে প্রদত্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বা কী প্রতিকার পাওয়া যাবে তা আইনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
৭	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে খসড়া আইনে শুধুমাত্র অপরাধমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রে সে মোতাবেক শাস্তি বিবেচনা করা হয়েছে, যার অপব্যবহার হতে পারে। অপরদিকে তাদের সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিকার নেই।	বৈষম্যমূলক আচরণের তালিকাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত হওয়া প্রয়োজন: ১. অপরাধমূলক বৈষম্য ; ২. দেওয়ানী বৈষম্য এবং সে অনুযায়ী পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে শাস্তি বা ক্ষতিপূরণ প্রদান বিধান থাকতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ লাভের বিষয়টি অধিক প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন এবং দেওয়ানী বৈষম্যের আওতায় এনে বৈষম্যের শিকার ব্যক্তি বা সংগঠনকে মামলার পক্ষ হওয়ার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।সুরক্ষার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিৎ।
৮	এখানে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থানে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে বা অসদাচরণের জন্য বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে তা উল্লেখ নেই।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলে অসদাচরণ বা বৈষম্যের শিকার হলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তির বিধান সুস্পষ্টভাবে আইনে থাকা প্রয়োজন যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

৪. খ) সুনির্দিষ্ট সুপারিশঃ

নং	ধারা	মন্তব্য	সুপারিশমালা
১	**প্রারম্ভঃ** যেহেতু মহান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে জনগণের সমতা, মানব মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করিবার অঙ্গীকার করা হইয়াছে; এবং যেহেতু সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ (ইউএনসিআরপিডি) ও উহার ঐচ্ছিক প্রতিপালনীয় বিধি বিধান এর প্রতি অনুসমর্থন করিয়াছে; এবং যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে তাঁহার সমান ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিধি বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;	খসড়া আইনটির প্রস্তাবনায় উল্লেখিত **"মহান স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র"** এর স্থলে **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী"** শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন কেননা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান -ই বর্তমানে সকল ক্ষমতার উৎস।	**"মহান স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র"** এর স্থলে **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী"** শব্দগুলো প্রতিস্থাপন হবে।
২	**ধারা-২(২) 'একীভূত শিক্ষা'** অর্থ সাধারণ বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও অপ্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর একইসাথে অধ্যয়ন। **ধারা-২(১৫) 'বিশেষ শিক্ষা'** অর্থ প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত আবাসিক বা অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম, যাহা মূলধারার শিক্ষার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং যেখানে বিশেষ যত্ন ও পরিচর্যার পাশাপাশি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বিদ্যমান; **ধারা- ২(২০) 'সমন্বিত শিক্ষা'** অর্থ মূল ধারার বিদ্যালয়ে বিশেষ ব্যবস্থাধীন প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থা।	**ধারা-২(২)** উপধারায় 'একীভূত শিক্ষা', ২(১৫) উপধারায় 'বিশেষ শিক্ষা' ও ২(২০) উপধারায় 'সমন্বিত শিক্ষা' এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে কিন্তু আইনের কাঠামোতে এগুলোর কোন ব্যবহার নেই।	২ ধারার উপধারা ২, ১৫, ২০ বাদ দেয়া যেতে পারে।
৩		ধারা-২ এ নতুন একটি উপধারায় "আইনী সামর্থ" শব্দটি অর্ন্তভুক্ত করে তার সংজ্ঞায়িত করা জরুরী কেননা মূল আইনে "আইনী সামর্থ" শব্দটির ব্যবহার প্রয়োজনীয়।	২ ধারায় একটি নতুন উপধারা সংযোজন করা যেতে পারেঃ "আইনী সামর্থ" অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সর্বত্রই ব্যক্তি হিসেবে সমান আইনী স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকার এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সমান আইনী কর্তৃত্ব ভোগ করাকে বুঝাইবে।
৪	**ধারা ২(১২) 'প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা'** (Reasonable Accommodation) অর্থ প্রয়োজনীয়	Reasonable Accommodation এর বাংলা অনুবাদটি যথার্থ নয়। এ নীতিটি স্পষ্টভাবে	ধারা ২(১২) নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজনঃ যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন (Reasonable Accommodation)

	এবং যথার্থ পরিমার্জন ও সমন্বয়, যা অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা মাত্রাতিরিক্ত বোঝা আরোপ না করিয়া প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করে;	বোঝানোর জন্য এর একটি যথার্থ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষন আইনে যুক্ত করা উচিত। এ নীতিটির বাংলা অনুবাদ হওয়া উচিত **যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন**। এ নীতিটিকে শুধুমাত্র একটি বাক্য দিয়ে ব্যাখ্যা না করে পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ ও সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকা উচিত। এই আইনে Reasonable Accommodation অর্থ হওয়া উচিত এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষনের স্বপক্ষে যুক্তিগুলো যথাযথভাবে বিবেচনা করাকে বোঝাবে।	অর্থ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অন্যদের সহিত সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের উপভোগ ও অনুশীলন নিশ্চিত করিবার জন্য এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করাকে বুঝাইবে যে ব্যবস্থার অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি যথযথভাবে বিবেচনা করা হইবে;
৫	**ধারা ২(১৬) 'ব্রেইল'** (Braille) অর্থ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য উঁচু-উঁচু করিয়া গঠিত বর্ণমালাবিশেষ।	**'ব্রেইল'** (Braille) অর্থ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য 'উঁচু-উঁচু' করিয়া গঠিত বর্ণমালাবিশেষ। এ শব্দগুলোর ব্যবহার বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে। উঁচু-উঁচু করে বর্ণমালা গঠন করলেই তা ব্রেইল হয় না। ব্রেইল বলতে বোঝায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য তৈরী বিশেষ বর্ণমালাকে।	ধারা ২(১৬) নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা জরুরী: **'ব্রেইল'** (Braille) অর্থ **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য গঠিত স্বতন্ত্র বর্ণমালাবিশেষ"**।
৬	**ধারা-২(১৮) 'সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন'** অর্থ সমাজের সর্বক্ষেত্রে একীকরণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাঁহাকে ঘিরিয়া উন্নয়ন প্রয়াস।	প্রকৃতপক্ষে মানসিক অসুস্থজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকেই সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয় তাই তাদের সম্প্রদায়ের বিষয়টি বিশেষভাবে যুক্ত করে দিলে তাদের অধিকারের বিষয়টি জোরালো হবে।	ধারা ২(১৮) নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন: "সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন" অর্থ সমাজের সর্বক্ষেত্রে একত্রীকরণ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে **বিশেষত মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে** কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠানে না রাখিয়া সমাজের মধ্যেই তাঁহাকে ঘিরিয়া উন্নয়ন প্রয়াস।
৭	**ধারা-৩(২)** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলী এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।	এ আইনটি কোন্ কোন্ আইনের উপর প্রাধান্য পাবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত। বিশেষ করে ভূমি আইন, পারিবারিক আইন, অভিভাবকত্ব আইন এর সাথে সাংঘর্ষিকতার ক্ষেত্রে কোন্ আইন প্রাধান্য পাবে তার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা প্রয়োজন।	নতুন ধারা সংযোজন করা দরকার।

৮	**ধারা-৫(৬)** ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা।	ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতার অধিকারের পাশাপাশি বিচার ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজগম্যতার বিষয়টিও এই উপধারায় উল্লেখ থাকা জরুরী।	ধারা ৫ (৬) নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা জরুরী: ভৌত অবকাঠামো, যানবাহন, বিচারগম্যতা (Access to Justice) এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা।
৯	**ধারা-৫(১২)** শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে ‘প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা’ (Reasonable Accommodation) প্রাপ্তি;	প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা.. এই শব্দগুলো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা ও থাকবে।	ধারা-৫(১২) নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন: ‘শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে যুক্তি সাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন সুবিধা (Reasonable Accommodation)’ প্রাপ্তি;
১০	**ধারা-৬ জাতীয় সমন্বয় কমিটি**।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে **‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি’** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:- ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন; (খ) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব; (গ) অর্থ বিভাগের সচিব; (ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব; (ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব; (চ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব; (ছ) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব; (জ) স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব; (ঝ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব; (ঞ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব; (ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব; (ঠ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব; (ড) তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব; (ঢ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (ণ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক	ভাষাগত শুদ্ধতার জন্য সকলক্ষেত্রে প্রথমে পদবী ও পরবর্তীতে মন্ত্রনালয়ের নাম ব্যবহার করা প্রয়োজন।	ধারা-৬ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে। **জাতীয় সমন্বয় কমিটি**।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে **‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটি’** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:- (ক) মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন; (খ) সচিব , সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; (গ) সচিব , অর্থ বিভাগ; (ঘ) সচিব , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়; (ঙ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; (চ) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; (ছ) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়; (জ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ; (ঝ) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; (ঞ) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; (ট) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; (ঠ) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; (ড) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়; (ঢ) মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর; (ণ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা

	মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি, ; (ত) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সরকার কর্তৃক মনোনীত, যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।		বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি; (ত) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা সরকার কর্তৃক মনোনীত, যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।
১১		জাতীয় সমন্বয় কমিটিতে মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কে সদস্য হিসেবে রাখা যেতে পারে।	একটি নতুন উপধারায় একটি নতুন সদস্য পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন: মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১২	**ধারা ৬(ণ):** প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি,	ব্যক্তির সংগঠন না লিখে **'ব্যক্তিগণের'** সংগঠন এর উল্লেখ প্রয়োজন।	ধারা ৬(ণ) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ৫ (পাঁচ) জন প্রতিনিধি,
১৩	**ধারা ৭(২):** উপধারা (১) এর সামগ্রিকতার আওতায় তফসিল 'আ' এ উলিখিত কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, এবং উহা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উক্ত কমিটি যেকোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অন্যকোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠনকে, ক্ষেত্রমত, অনুরোধ বা নির্দেশনা বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।	প্রতিবন্ধী "ব্যক্তির" সংগঠন না লিখে "ব্যক্তিগণের" সংগঠন এর উল্লেখ প্রয়োজন।	উপধারা ৭(২) হতে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন'** শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত করে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সংগঠন'** করা প্রয়োজন।
১৪	**ধারা ৮: নির্বাহী কমিটি।**–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:- (ক) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন; (খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক; (গ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে মহিলা ও আছে সেহেতু মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর -এর মহাপরিচালককে জাতীয় নির্বাহী কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা প্রয়োজন।	৮ ধারার একটি নতুন উপধারা সংযোজন করা প্রয়োজন: **'মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর '**।

	পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ঘ) স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ঙ) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ছ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (জ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ঝ) তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ঞ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ট) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা; (ঠ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ৩ (তিন) জন প্রতিনিধি; (ড) সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব, যিনি পদাধিকারবলে নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।		
১৫	**৯(গ)** জেলা কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান;	নির্বাহী কমিটি জেলা কমিটির পাশাপাশি প্রয়োজনবোধে যেন উপজেলা কমিটির কার্যাবলী সরাসরি তদারকি করতে এবং নির্দেশ প্রদান করতে পারে সেই বিধিমালা থাকা আবশ্যক।	৯ ধারার (গ) উপধারার শেষে নিম্নোক্ত শব্দগুলো সংযোজন প্রয়োজন: "প্রয়োজনবোধে উপজেলা কমিটির কার্যাবলী পরিবীক্ষণ, তদারকি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান"।
১৬	**ধারা ১০: জেলা কমিটি।**–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি জেলায় **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা**	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে মহিলা ও আছে সেহেতু জেলা কমিটিতে জেলা মহিলা বিষয়ক	১০ ধারার একটি নতুন উপধারা সংযোজন করা প্রয়োজন: জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

	সংক্রান্ত জেলা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: সংশ্লিষ্ট জেলার- (ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন; (খ) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার; (গ) সিভিল সার্জন; (ঘ) জেলা শিক্ষা অফিসার; (ঙ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা; (চ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ; (ছ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; (জ) জেলা তথ্য অফিসার; (ঝ) প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); (ঞ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; (ট) উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।	কর্মকর্তার অর্ন্তভুক্তি জরুরী।	
১৭	**ধারা-১২: উপজেলা কমিটি।**–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি উপজেলায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: সংশ্লিষ্ট উপজেলার- (ক) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন; (খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা; (গ) উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা; (ঘ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উপজেলা প্রকৌশলী; (ঙ) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা; (চ) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা; (ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে উপজেলা নির্বাহী	বিভিন্ন উপজেলায় একাধিক থানার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, সেসকল ক্ষেত্রে সকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকতার উপস্থিতি উপজেলা কমিটিতে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।	ধারা ১২(খ) উপধারাটি নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন: 'থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ক্ষেত্রমত সকল)'

	কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; (জ) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, যিনি উক্ত কমিটির সদস্য সচিবও হইবেন।		
১৮		প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে মহিলা ও আছে সেহেতু উপজেলা কমিটিতে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অর্ন্তভুক্তি জরুরী।	১২ ধারার একটি নতুন উপধারা সংযোজন করা প্রয়োজন: উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।
১৯		প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন না লিখে ব্যক্তিগণের সংগঠন এর উল্লেখ প্রয়োজন।	১২(ছ) উপধারায় 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন' এর ক্ষেত্রে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সংগঠন' প্রতিস্থাপিত করা জরুরী।
২০	**ধারা ১৩(ক) শহর কমিটি**।–এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিচে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে প্রতিটি শহর বা পৌর এলাকায় **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত শহর কমিটি'** নামে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা: সংশ্লিষ্ট শহর বা পৌর এলাকার- (ক) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা/নির্বাহী কর্মকর্তা (ক্ষেত্রমত), যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;	নির্বাহী কর্মকর্তাকে শহর কমিটির সভাপতি হিসেবে কমিটিতে অর্ন্তভুক্তি না করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাকে অর্ন্তভুক্তি প্রযোজন।	ধারা ১৩(ক) নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন: প্রধান আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ক্ষেত্রমত সকল), যিনি উক্ত কমিটির সভাপতিও হইবেন;
২১	**ধারা-১৩(ঙ)** প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা / নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংগঠন না লিখে ব্যক্তিগণের সংগঠন এর উল্লেখ প্রয়োজন এবং নির্বাহী কর্মকর্তার পরিবর্তে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অন্তর্ভূক্তি প্রয়োজন।	ধারা ১৩(ঙ) নিম্নের শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন: "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় কর্মরত বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সংগঠন বা স্বসহায়ক সংগঠন হইতে প্রধান আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা / প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন মহিলাসহ অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি;"

২২	**ধারা ১৪(গ)**- উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দেখাশুনা করিতে অসমর্থ হইলে তাহার সম্পত্তির সুরক্ষাকল্পে সংশ্লিষ্ট 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা বা শহর কমিটি' কর্তৃক যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাঁহার অভিভাবকত্ব প্রদান: তবে শর্ত থাকে যে, অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত উপজেলা বা শহর কমিটি'কে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর উক্ত সম্পত্তি সুরক্ষার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে।	১৪(গ) ধারার শর্তে, (দ্বিতীয় প্যারা) শহর কমিটি যদি যথাযথভাবে কাজ না করে তবে কীভাবে সম্পত্তি সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে তা আইনে উল্লেখ করা নেই। এমনকি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সম্পত্তির অভিভাবক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবেদন বা পছন্দের সুযোগ রাখা হয়নি, যে সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার ভাল মন্দ বুঝানোর ক্ষমতা রাখে সে সকল ক্ষেত্রে অভিভাবকত্ব নির্ধারণে তার ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।	ধারা ১৪(গ) তে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে ও যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা সাপেক্ষে যথাযথ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট তাঁহার অভিভাবকত্ব প্রদান, এই কথাগুলো উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
২৩		মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে আলাদা আইন আছে তাই তাদের ক্ষেত্রে এই আইনে অভিভাবকত্ব বিষয়ক এই বিধান পালনের সুযোগ নেই।	১৪(গ) ধারার শর্তে নিম্নলিখিত শব্দগুলো সংযুক্ত করা প্রয়োজন: "তবে শর্ত থাকে যে, মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না"
২৪	**ধারা ২১: প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিশন**।–(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রধান কমিশনার এবং অন্য ৪ (চার) জন কমিশনার সমন্বয়ে **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিশন'** নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে। (২) উহা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন স্থায়ী সংস্থা হইবে এবং উহার একটি নির্ধারিত সীলমোহর থাকিবে। (৩) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নির্ধারিত হইবে এবং উহার নামে উহা মামলা দায়ের করিতে পরিবে বা উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে। (৪) কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে এবং প্রয়োজনে, বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে। (৫) কমিশনের কোনো পদে শূন্যতা বা উহা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উহার কোনো কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।	"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার কমিশন" গঠন করা হলেও, কমিশনের কাজ শুধু নির্দেশনা প্রদান করা কিন্তু নির্দেশনা বাস্তবায়নের কোন ক্ষমতা কমিশনকে দেয়া হয় নি। তথাপি দেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উপস্থিতি থাকা স্বত্তেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক কমিশন গঠন নিস্প্রোয়জন। সুতরাং নতুন এই কমিশন গঠনের পরিকল্পনা বাদ দেয়া যেতে পারে। আর কমিশন গঠন করা হলে সেক্ষেত্রে কমিশনকে শক্তিশালী করে, নির্দেশন বাস্তবায়নের ক্ষমতা প্রদান করে এই আইনের অধীনের জাতীয় সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটির বিধান বাদ দেয়া প্রয়োজন।	ধারা ২১ বাতিল করা প্রয়োজন।

	(৬) রাষ্ট্রপতি, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রধান কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারগণকে নিয়োগ দান করিবেন। (৭) সমাজকর্ম, মানবাধিকার, আইন, বিচার, শিক্ষা, জনপ্রশাসন, বা সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে প্রধান কমিশনার এবং কমিশনারগণ, এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, নিযুক্ত হইবেন। (৮) প্রধান কমিশনার বা কমিশনারগণ রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যেকোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। (৯) প্রধান কমিশনার ও কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্ধারিত হইবে। (১০) উহার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী, সভা, আর্থিক বিষয়াদি এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারিত হইবে।		
২৫	**ধারা ২২(ঙ)-** প্রতিবন্ধী ব্যক্তির স্বার্থের পরিপন্থী যেকোনো সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম, পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে;	২২(ঙ) ধারা থাকলে ২২ ধারার অন্য উপধারাগুলো অর্থহীন হয়ে যায়। এ উপধারা ব্যাখ্যা করে হয়রানীমূলক মামলা হওয়ার ষম্ভাবনা অনেক বেশী।	২২(ঙ) ধারাটি বিয়োজন করা প্রয়োজন।
২৬		আইনী সামর্থের বিষয়টির উল্লেখ ২২ ধারার আওতায় থাকা প্রয়োজন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শরীর ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষার্থে আইনী সামর্থকে অস্বীকার করা হলে তা অপরাধ হিসেবে বিবেচনা আনা যেতে পারে।	এ আইনের ২২ ধারায় নিম্নোক্ত উপধারার সংযুক্তি: "আইনী সামর্থের বিষয়ে থাকতে পারে- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শরীর ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও রক্ষার্থে আইনী সামর্থকে অস্বীকার করা হলে।"
২৭		যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়ন (Reasonable Accommodation) নীতি -এর উল্লেখ ২২ ধারার আওতায় থাকা প্রয়োজন।	এ আইনের ২২ ধারায় নিম্নোক্ত উপধারার সংযুক্তি: "কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তার প্রতিবন্ধীতার কারণে কর্মের সুযোগ দান হতে বঞ্চিত করা হইলে এবং কর্মকালীন অবস্থায় কেউ প্রতিবন্ধীতা অর্জন করিলে যুক্তিসাপেক্ষ ব্যবস্থায়নের (Reasonable Accommodation) নীতি অনুসরণ না করিয়া অর্জিত প্রতিবন্ধিতার জন্য তার কর্ম হইতে ছাঁটাই করিলে।"
২৮	**ধারা ২৩: বৈষম্য বা অপরাধের দণ্ড।**–এই আইন কার্যকর হইবার পর	খসড়া আইনের ২২ ধারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ২৩	২৩ ধারাটি নিম্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন:

	কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধারা ২২ এ উল্লিখিত কোনো প্রকার বৈষম্য বা অপরাধ করিলে বা তাঁহার বা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হইলে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক, অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক যদি প্রমাণ করিতে পারেন, উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বৈষম্য বা অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন না।	ধারায় শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ধারা লঙ্ঘন করা হলে সেক্ষেত্রে কি হবে, এরূপ কোন শাস্তির বিধান খসড়া আইনে রাখা হয়নি, যা থাকা প্রয়োজন।	**বৈষম্য বা অপরাধের দণ্ড।**–এই আইন কার্যকর হইবার পর কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই আইনে উল্লেখিত কোনো প্রকার বৈষম্য বা অপরাধ করিলে বা তাঁহার বা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হইলে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক, অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ডে বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন:
২৯		২৩ ধারার উল্লেখিত শর্ত ব্যবহার করে অপরাধী সহজেই তার অপরাধ হতে দায় অস্বীকার করতে পারে।	ধারা ২৩ হতে নিম্নোক্ত শব্দগুলো বিয়োজন করা প্রয়োজন: "তবে শর্ত থাকে যে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক যদি প্রমাণ করিতে পারেন, উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বৈষম্য বা অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন না।
৩০	**ধারা ২৪ (ঘ):** এই আইনের অধীন সংঘটিত যেকোনো অপরাধ আমলযোগ্য, মীমাংসাযোগ্য ও জামিন অযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।	২৪ ধারার অপরাধ / বৈষম্য জামিন অযোগ্য হওয়া উচিত নয়। কেননা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩ এর অধীনে অপরাধগুলোকে উক্ত আইনে জামিন অযোগ্য করার বিধান শুধুমাত্র অহেতুক হয়রানিরই সৃষ্টি করেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এবং যার প্রচুর অপব্যবহার হতেও দেখা গেছে।	এই আইনের অধীন সংঘটিত যেকোনো অপরাধ আমলযোগ্য, মীমাংসাযোগ্য ও জামিন যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে।
৩১	**ধারা-২৫ ক্ষতিপূরণ।** (১) ধারা ২২ এ উল্লিখিত কোনো প্রকার বৈষম্যের কারণে অথবা এই আইনে উল্লিখিত কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ে এই আইনের অধীন মামলা করা যাইবে। (২) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবহেলা বা অগ্রাহ্য বা বেপরোয়া বা	ক্ষতিপূরণ দাবীর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ২২ ধারায় উল্লিখিত বৈষম্যগুলোকে কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু এই ক্ষতিপূরণের বিধান সমগ্র আইনে প্রদত্ত যে কোন বৈষম্য বা যে কোন ব্যক্তির দায়িত্বে অবহেলার জন্যই কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন।	আরা ২৫(১) নিম্নোক্ত ভাবে প্রতিস্থাপন প্রয়োজন: এই আইনে উল্লিখিত কোনো প্রকার বৈষম্যের কারণে অথবা এই আইনে উল্লিখিত কোনো অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ে এই আইনের

	অন্যকোনো কার্যের কারণে যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিবন্ধিতার শিকার হন, সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ক্ষতিপূরণ আদায়ে এই আইনের অধীন মামলা করা যাইবে। (৩) উপধারা (১) ও উপধারা (২) অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিগ্রস্ততার মাত্রা এবং দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ বিবেচনা সাপেক্ষে আদালত নির্ধারণ করিবে।		অধীন মামলা করা যাইবে।
৩২	**ধারা-২৫ ক্ষতিপূরণ।** (৪): আইনজীবিদের পেশাগত বিধিমালায় যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, উপধারা (১) ও উপধারা (২) এ উল্লিখিত দায়েরকৃত মামলায় আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায় হইলে, উহার অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্মতিতে সংশ্লিষ্ট আইনজীবি পারিশ্রমিক হিসেবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।	আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ হতে আইনজীবির পারিশ্রমিক গ্রহণের বিষয়টি আলোচ্য আইনের অপব্যবহার বৃদ্ধি ও আদালতে অনর্থক মামলার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। এমনকি এই বিধানটি আইনজীবিদের পেশাগত বিধিমালার ও পরিপন্থী।	২৫(৪) ধারাটি বাতিল করা প্রয়োজন।
৩৩		ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য পৃথক মামলা করা হবে কিনা, পৃথক মামলা করা হলে সেক্ষেত্রে কোন আদালতে তা করা হবে, তার সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা উচিত।	এই আইনের অধীনে মামলা পরিচালনার জন্য যে কোন আদালতকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন, যে আদালত শাস্তির বিধানের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণও প্রদান করতে পারবে এবং বিচার প্রক্রিয়াও দীর্ঘ হবে না।
৩৪		ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলায় কোর্ট ফি এর পরিমাণ কত হবে তা এই আইনে সুনির্দিষ্ট করা নেই। যেহেতু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী নয় সেক্ষেত্রে এবিষয়ক মামলার ক্ষেত্রে কোর্ট ফি অতি সামান্য অথবা মওকুফ করা যেতে পারে।	২৫ ধারায় একটি নতুন উপধারা সংযোজন প্রয়োজন: এই আইনের অধীনে ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলায় কোর্ট ফি হবে ১০০/- বা তার নিচে।
৩৫	**ধারা-২৩ বৈষম্য বা অপরাধের দণ্ড।**–এই আইন কার্যকর হইবার পর কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ধারা ২২ এ উল্লিখিত কোনো প্রকার বৈষম্য বা অপরাধ করিলে বা তাঁহার বা তাঁহাদের কার্যের দ্বারা কিংবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার কারণে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বৈষম্যের শিকার হইলে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক, অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ড ও বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড ও বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন:	ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধি অনুযায়ী মামলা করলে প্রতিকার পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। ধারা ২৩ এ বৈষম্য ও অপরাধের দন্ডতেই ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট করে রাখা যেতে পারত যাতে ক্ষতিপূরণ আদায় সহজ হত ও পুনরায় মামলা করতে হত না।	ধারা ২৩ এ বৈষম্য ও অপরাধের দন্ডতেই ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট করে রাখা উচিৎ। এতে ক্ষতিপূরণ আদায় সহজ হবে ও পুনরায় মামলা করতে হবেনা।

	তবে শর্ত থাকে যে, বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটক যদি প্রমাণ করিতে পারেন, উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত বৈষম্য বা অপরাধ সংঘটন রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত বৈষম্য বা অপরাধের জন্য দায়ী হইবেন না।		
৩৬.	**২৭ ধারা- দায়মুক্তি।**–এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কোনো কৃত কাজের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, সমন্বয় কমিটি, নির্বাহী কমিটি, জেলা কমিটি বা উপজেলা বা শহর কমিটির কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা উক্ত কমিটির নিকট হইতে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্যকোনো আইনগত কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।	দায়মুক্তির বিধানটির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছে এমনকি এই ধারা সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার সমগ্র আইনটিই অর্থহীন হয়ে যায়।	ধারা ২৭ বাতিল করা প্রয়োজন।
৩৭	**৩১ ধারা- আইনের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ।** –এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।	ব্রেইল বা ইশারার ভাষায় এ আইনের কোন পাঠ রাখা যেতে পারে যাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আইনটি পড়তে ও জানতে পারে কেননা আইনটি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাতেই তৈরী।	ধারা ৩১ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপন জরুরী: **আইনের ব্রেইল বা ইশারার ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ।**– এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ব্রেইল বা ইশারার ভাষায় অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ/ ইংরেজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ব্রেইল বা ইশারার ভাষার মধ্যে/ ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

=============OOO=============